আনন্দের এই ঝর্নাধারায়

এবিএম মাহমুদুল হাসান রানা

এখন সময় বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানচর্চায় পারদর্শীরাই এখন উন্নতির শিখরে। বিজ্ঞানী হলো বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক। বিজ্ঞানীর হাতেই হয় বিজ্ঞানের প্রয়োগ। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান যদি হয় কাদামাটি, তবে বিজ্ঞানী গড়ে প্রতিমা। বিজ্ঞানচর্চায় দিনে দিনে বাংলাদেশও বেশ এগিয়েছে। সেদিন যেন খুব দূরে নয়, যেদিন এ দেশের বিজ্ঞান হবে বিশ্বব্যাপী ঈর্ষণীয়, অনুকরণীয়। বিজ্ঞান মেলা ঘুরে যে কারও ঠিক এ কথাই যে মনে হবে, তা দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায়। পুরো মেলাজুড়ে শিশু-কিশোর বয়সী ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের চোখ ধাঁধানো আবিষ্কারগুলো যেন নীরব ভাষায় বলছিল, 'আর একটু অপেক্ষা কর বিশ্ব, আমরা আসছি।'

কথা হয় দর্শনার্থী ও অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে, তাদের কণ্ঠে ঝরে বিস্ময়। দ্বিতীয় শ্রেণী পড়ুয়া ঐশী বলে, 'আমি ক্লাস শেষ করে দেখতে এসেছি এখানে কী হচ্ছে। অনেক সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট বানিয়েছে। আমিও বড় হয়ে ওদের মতো বানাব। কত্তো মজা হবে।' 'এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে ভালোই লাগছে, এখানে সবার প্রজেক্ট-ই সুন্দর হয়েছে, নতুন নতুন আইডিয়াও আছে, তবে আমি আশা করি আমাদের প্রজেক্ট সেরা হবে– ভিকারুননিসা নূন স্কুলের তানহা তানজিয়ার সরল বক্তব্য। মোল্লার টেক উদয়ন স্কুলের রাহাত ইসলাম তো খুবই উৎফুল্ল। তার কথা, 'আমার খুবই ভালো লাগছে, এমন মেলা নিয়মিত হলে আমাদের বিজ্ঞানে আগ্রহ আরও বাড়বে, আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব।' খিলগাঁও হাই স্কুলের শাহ মোহাম্মদ মাহামুদুল হাসান বলে, 'এখানে আমরা সবাই সবার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি। আইডিয়া শেয়ার করতে পারছি। নিজেদের প্রজেক্টের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা ধরতে পারছি। সবদিক থেকেই এই বিজ্ঞান মেলা আমাদের জন্য ভালো।'

কথা হলো এক অভিভাবকের সঙ্গে, যিনি নিজে থেকেই ডেকে নিলেন। নেসক্যাফের সৌজন্যে দেওয়া কফি খেতে খেতে শুনলাম তার কথা। 'আমার মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে, বিজ্ঞানের দিকে খুব ঝোঁক। খুব প্রশ্ন করে। ওকে বোঝাতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমাকেও স্টাডি করতে হয়। যদি শোনে কোথাও সায়েন্স ফেয়ার হচ্ছে তবে ওকে আর ফেরানো যায় না। যাবেই যাবে। আমিও বাধা দেই না, সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আজও বন্ধুদের সঙ্গে প্রজেক্ট নিয়ে এসেছে আমারও খুব ভালো লাগছে। এ ধরনের প্রোগ্রামগুলো নিয়মিত বড় পরিসরে হওয়া উচিত, যাতে অংশগ্রহণ আরও বাড়ে। সরকারিভাবে যদি এদের মেধার মূল্যায়ন হয়, তবে তা সর্বোপরি দেশের জন্যই ভালো হবে।'

এবার বিজয়ীর কথা শুনি। চো সান ডো, হিসাম আহমেদ, ইয়ামান কারিম, সাকিব ইসলাম, মাসিয়াত ইসলাম। স্কলাস্টিকা স্কুলের এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা যে কোনো স্থানে অবতরণযোগ্য হেলিকপ্টার বা হোভারক্র্যাফট তৈরি করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কথা হয় টিম লিডার চো সান ডো'র সঙ্গে। অত্যন্ত বিনয়ী চো যা বলল, 'প্রথমে আমি আমার বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের কারণেই এই প্রজেক্ট সফল হয়েছে। প্রজেক্টটা আমরা খুব পরিশ্রম করে মেধা খাটিয়ে বানিয়েছি, তাই চ্যাম্পিয়ন হয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি।' পাশেই ছিল তার বন্ধু ইয়ামান। তার অনুভূতি জানতে চাওয়ায় সে বলে, 'অবিশ্বাস্য, আশা করেছিলাম ভালো করব কিন্তু ভাবিনি যে চ্যাম্পিয়ন হবো।' এই স্বীকৃতি তাদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আগ্রহ আরও বাড়িয়েছে– সমস্বরে বলে উঠল তারা।

নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি দ্বারা চালিত বাহন তৈরি করে উত্তরা হাই স্কুলের নূর-ই-আল মিয়াদ, আনান, মাহি প্রথম রানারআপ নির্বাচিত হয়। বন্ধুদের ভিড় ঠেলে পেলাম মাহিকে। অভিব্যক্তি জানতে চাওয়ায় বলে, 'অবশ্যই খুব ভালো লাগছে। ভালো করলে কার না ভালো লাগে? দোয়া করবেন সামনে যেন আরও ভালো করতে পারি।'

দ্বিতীয় রানারআপ হয় ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মেহনাজ হৃদি, রাইসা চৌধুরীর দল। প্রাথমিকের গণ্ডি না পেরোনো এ দলের প্রজেক্ট হলো এক্সটেনশন অব পদ্মা ব্রিজ ফর পাওয়ার জেনারেশন। পুরস্কার ঘোষণার পর তো আনন্দে কেঁদেই ফেলে এরা। মেহনাজ হৃদি বলে, 'আমার অনেক ভালো লাগছে, আমি বড় হয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানী হবো, আমাদের প্রিয় দেশের উন্নতি করব।' রাইসা বলে, 'আমার যে কী ভালো লাগছে তা বলতে পারব না। আমি ভাবতেও পারিনি প্রাইজ পাব। আমি বড় হয়ে বিশ্বমানের বিজ্ঞানী হতে চাই।'

ব্যবস্থাপনা
কিংবদন্তী মিডিয়া
সহযোগিতা
আয়োজন সহযোগিতা
সমকাল সুহৃদ সমাবেশ